ড. ফজলে বারী মালিক : বিজ্ঞান জগতের অনন্য এক প্রতিভা

হারুনুর রশীদ

৫৮/২ মিয়াপাড়া রোড, খুলনা

প্রফেসর ড. ফজলে বারী মালিক একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও Bangladesh Academy of Sciences-এর বিদেশে অবস্থানরত ফেলো। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

ফজলে বারী মালিকের পিতা মালিক আব্দুল বারী একজন প্রকৌশলী। তিনি প্রথমে একটি বৃটিশ ব্যবস্থাপনার কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে তিনি রেলওয়ে বিভাগে সরকারি চাকুরীতে যোগ দেন এবং রেলওয়ের উচ্চপদ হতে অবসর গ্রহণের পর পূর্বপাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ লাভ করেন। প্রফেসর মালিকের মাতা ফিরোজা বারী মালিক এক সময় বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। প্রকৌশলী মালিক আব্দুল বারী বর্তমান বাংলাদেশের চুয়াড়াঙ্গা জেলার বাসিন্দা হয়েছিলেন।

ড. মালিকের বাল্যকাল চুয়াডাঙ্গাতেই কাটে। কৈশোরে স্কুলজীবনে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং সেখানে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট সমাপ্ত করার পর ১৯৫১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Saint Xaviers' College-এ ভর্তি হয়ে ১৯৫৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এসসি. পাস করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে এম. এসসি. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ সালে কৃতিত্বের সাথে ফলিত গণিতে এম. এসসি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর বড় বোন ফরিদা বারী মালিকও একই বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম. এ. পাস করেন।

এই লেখকেরও ১৯৫৩-৫৫ সালে গণিত বিভাগে ফজলে বারী মালিকের সহপাঠী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন কার্জন হলে গণিতসহ বিজ্ঞান বিভাগের সকল ক্লাস অনুষ্ঠিত হত। তাই বিজ্ঞানের ছাত্ররা অনেকেই নিকটবর্তী ফজলুল হক মুসলিম হল ও ঢাকা হলে (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। এই লেখক ও ফজলে বারী মালিক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ইস্ট হাউজের আবাসিক ছাত্র ছিল। তাই তাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের শেষ ভাগে ফজলে বারী মালিক বলতেন যে, জার্মানীর একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph.D. করার জন্য তার ভর্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখানকার পরীক্ষা শেষ করেই জার্মানীতে চলে যাবেন।

ফজলে বারী মালিক এম. এসসি. পাস করার পর ১৯৫৫ সালেই জার্মানীর Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। Theoretical physics এর উপর গবেষণা করে ১৯৫৮ সালে তিনি Gottingen বিশ্ববিদ্যালয় হতে Ph.D. ডিগ্রি অর্জন করেন। Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকালে তাঁর গবেষণাকাজ আংশিক তত্ত্বাবধান করেছিলেন Nobel পুরস্কারপ্রাপ্ত Professor Heisenberg.

এরপরই ড. মালিকের কর্মজীবন শুরু হয়। জার্মানীর Max plank Institute for Physics-এ ১৯৫৯-৬০ সময়ে গবেষণা সহযোগী পদে কর্মরত ছিলেন।

Princeton বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহযোগী হিসেবে ১৯৬০-৬৩ এবং তার ভিতর ১৯৬১-৬৬ সময়ে Fordham বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং সহযোগী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে Pakistan Atomic Energy Commissions-এর বিজ্ঞানী কর্মকর্তা।

Yale University-তে ১৯৬৪-৬৮ সময়ে পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক।

Indiana University-তে ১৯৬৮-১৯৭৬ সালে Chemical Physics এর সহযোগী অধ্যাপক।

ড. মালিক তার স্ত্রী ও কন্যা ছাড়াও রেখে গেছেন দেশ-বিদেশে বহু ছাত্রছাত্রী, গুণমুগ্ধ হিতৈষী। তাঁর প্রকাশিত Mathematics, Nuclear Physics এবং Solid State Physics-এর উপর দুই শতাধিক গবেষণাপত্র বিজ্ঞান জগতে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সমুন্নত রাখার জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান নীতি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সরকারকে বাঙ্গালিদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছিল, অন্যান্যদের সাথে তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে প্রভাবিত করে পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ফজলে বারী মালিক ৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইস্পাম্বুল বিমানবন্দরে ইন্তেকাল করেন।

ড. মালিকের মৃত্যুতে আমরা একজন নিবেদিতপ্রাণ গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীকে হারিয়েছি।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ড. মালিক বাংলাদেশে শেষবারের মত আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিভবনে অবস্থান করেছিলেন। লেখকের সঙ্গে তাঁর তখনই শেষ দেখা হয়।